গঠনতন্ত্র



বাংলাদেশ এ্যামেচার রেসলিং ফেডারেশন

বঙ্গবন্ধু জাতীয় ষ্টেডিয়াম (২য় তলা) ঢাকা-১০০০

বাংলাদেশ এ্যামেচার রেসলিং ফেডারেশন
BANGLADESH AMATEUR WRESTLING FEDERATION
বঙ্গবন্ধু জাতীয় ষ্টেডিয়াম (২য় তলা) ঢাকা-১০০০

গঠণতন্ত্র (CONSTITUTION)

সূচীপত্র

বিষয়

০১। শিরোনাম
০২। এলাকা ও পরিধি
০৩। পতাকা ও প্রতিক
০৪। সদর দপ্তর
০৫। সংজ্ঞা
০৬। উদ্দেশ্য
০৭। এফিলিয়েটেড সংস্থা সমূহ
০৮। সাধারণ পরিষদ
০৯। সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব, ক্ষমতা
১০। বার্ষিক সাধারণ সভা
১১। নির্বাচন
১২। নির্বাহী কমিটি
১৩। নির্বাহী কমিটির মেয়াদ
১৪। নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব
১৫। অর্থ বৎসর
১৬। ফেডারেশনের তহবিল
১৭। কার্যক্রম পরিদর্শণ হিসাব পর্যবেক্ষণ
১৮। উপ-কমিটি গঠন
১৯। সভার বিজ্ঞপ্তি
২০। সভার কোরাম
২১। নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা
২২। এলিফিয়েটেড সদস্য বিষয়ক নীতিমালা
২৩। বিশেষ সভা ও তলবী সভা
২৪। ক্রীড়াপঞ্জি
২৫। বিদেশী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ও বিদেশী দলকে আমন্ত্রণ
২৬। প্রতিযোগীতার বিধি উপ-বিধি
২৭। গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা
২৮। সাধারণ সভা ও আলোচ্যসূচী
২৯। মধ্যস্থতাকারী
৩০। আপীল কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ এ্যামেচার রেসলিং ফেডারেশন
বংগবন্ধু জাতীয় ষ্টেডিয়াম, ঢাকা।

ঃ গঠনতন্ত্র ঃ

ধারা-১

শিরোনাম ঃ

এই গঠনতন্ত্র (অতঃপর গঠনতন্ত্র হিসাবে অভিহিত) বাংলাদেশ এ্যামেচার রেসলিং ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র হিসাবে অভিহিত হইবে। সমগ্র বাংলাদেশের রেসলিং খেলা এর আওতাধীন হইবে।

ধারা-২

এলাকা ও পরিধি ঃ

বাংলাদেশ এ্যামেচার রেসলিং ফেডারেশনের পরিধি বলিতে সমগ্র বাংলাদেশ এবং অঞ্চল যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আওতাভূক্ত বুঝাইবে।

ধারা-৩

পতাকা ও প্রতীক

ফেডারেশনের নিজস্ব পতাকা এবং প্রতীক থাকিবে যা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত থাকিবে।

ধারা-৪

সদর দপ্তর ঃ

বাংলাদেশ এ্যামেচার রেসলিং ফেডারেশনের সদর দপ্তর রাজধানী ঢাকাতে হইবে।

ধারা - ৫ সংজ্ঞা

(ক) গঠনতন্ত্র বলিতে বাংলাদেশ এ্যামেচার রেসলিং ফেডারেশনের গঠনতন্ত্রকে বুঝাইবে;
(খ) ফেডারেশন বলিতে বাংলাদেশ এ্যামেচার রেসলিং ফেডারেশনকে বুঝাইবে;
(গ) সাধারণ পরিষদ বলিতে বাংলাদেশ এ্যামেচার রেসলিং ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদকে বুঝাইবে;
(ঘ) নির্বাহী কমিটি বলিতে বাংলাদেশ এ্যামেচার রেসলিং ফেডারেশনের নির্বাহী পরিষদকে বুঝাইবে;
(ঙ) সদস্য বলিতে এফিলিয়েটড সংস্থা/সংগঠনকে বুঝাইবে;
(চ) ফিলা বলিতে আন্তর্জাতিক রেসলিং ফেডারেশনকে বুঝাইবে;
(ছ) এ ডাব্লিউ এফ বলিতে এশিয়ান রেসলিং ফেডারেশনকে বুঝাইবে;
(জ) বি এ ডাব্লিউ এফ বলিতে বাংলাদেশ এ্যামেচার রেসলিং ফেডারেশনকে বুঝাইবে;
(ঝ) বিওএ বলিতে বাংলাদেশ অলিম্পিক এ্যাসেসিয়েশনকে বুঝাইবে;
(ঞ) এনএসসি বলিতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে বুঝাইবে;
(ট) জাতীয় বলিতে সমগ্র দেশব্যাপী বুঝইবে;
(ঠ) বিভাগীয় বলিতে প্রশাসনিক বিভাগের বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থাকে বুঝাইবে;
(ড) এ্যামেচার বলিতে আন্তর্জাতিক রেসলিং ফেডারেশনের সংজ্ঞাকে বুঝাইবে;

খন্দকার আবুল কাশেম ইসলাম
পরিচালক (ক্রীড়া)
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ
ও
সদস্য
নির্বাহী কমিটি

(ঢ) যোগ্য বলিতে বাংলাদেশী নাগরিককে বুঝাইবে;

(ণ) সভাপতি বলিতে বাংলাদেশ এ্যামেচার রেসলিং ফেডারেশনের প্রেসিডেন্টকে বুঝাইবে;

(ত) সহ-সভাপতি বলিতে বাংলাদেশ এ্যামেচার রেসলিং ফেডারেশনের সহ-সভাপতিকে বুঝাইবে;

(থ) সাধারণ সম্পাদক বলিতে বাংলাদেশ এ্যামেচার রেসলিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদককে বুঝাইবে;

(দ) যুগ্ম-সম্পাদক বলিতে বাংলাদেশ এ্যামেচার রেসলিং ফেডারেশনের যুগ্ম-সম্পাদককে বুঝাইবে;

(ধ) কোষাধ্যক্ষ বলিতে বাংলাদেশ এ্যামেচার রেসলিং ফেডারেশনের কোষাধ্যক্ষকে বুঝাইবে;

ধারা-৬ ঃ উদ্দেশ্য

(০১) রেসলিং খেলার যাবতীয় কার্যাদি সমগ্র বাংলাদেশে প্রসার, উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করা।

(০২) আন্তর্জাতিক রেসলিং ফেডারেশনের সংগে সুসম্পর্ক স্থাপন ও লিয়াজো বজায় রাখা।

(০৩) জেলা ক্রীড়া সংস্থার রেসলিং খেলার কার্যক্রম অনুমোদন প্রদান।

(০৪) রেসলিং খেলার প্রশিক্ষণের জন্য পরিকল্পনা কার্যক্রম তৈরী, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন করা।

(০৫) রেসলিং খেলার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করা।

(০৬) জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের রেসলিং প্রতিযোগিতা, টুর্নামেন্ট, প্রদর্শনী খেলা ইত্যাদির আয়োজন করা।

(০৭) আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ও টুর্নামেন্টে জাতীয় রেসলিং দলের অংশগ্রহণের ব্যবস্থাপনা সুনিশ্চিত করা।

(০৮) দরিদ্র ও খ্যাতনামা রেসলিং খেলোয়াড়দের কল্যাণে সহায়তা করা।

(০৯) এফিলিয়েটেড ক্রীড়া সংস্থা/সংগঠন সমূহকে মঞ্জুরী ও সবিধাদি প্রদান।

(১০) রেসলিং খেলার উপর বই, পত্রিকা, স্বরণিকা প্রকাশ ও গ্রন্থাগার স্থাপন।

(১১) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রেসলিং এর উপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা, ক্যাম্প, সভা ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা।

(১২) এফিলিয়েটিড ক্রীড়া সংস্থা/সংগঠন/রেসলারদের মধ্যে সৃঙ্খলার নিশ্চয়তা বিধান করা।

(১৩) বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন এবং তাঁহাদের কার্যপরিধি সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া।

(১৪) উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য অর্জজের সহায়ক হইতে পারে এমন প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্য্যাদি সমাপন অথবা বাংলাদেশ সরকার অথবা রেসলিং খেলার অঞ্চলিক/আন্তর্জাতিক সংস্থার নির্দেশাবলী পালন।

(১৫) বাংলাদেশ এ্যামেচার রেসলিং ফেডারেশনের নিজস্ব কর্মসূচীর মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(১৬) নুতন ও উন্নত রেসলিং প্রজন্ম সৃষ্টির লক্ষে, মিনি ক্যাডেট, স্কুল বয়েজ, জুনিয়ার প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন।

(১৭) আই, এফ, ডাব্লিউ, এফ এবং এফ আই এল এ ও এ ডাব্লিউ এফ এর শর্তাবলীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও যথাযথভাবে অনুসরণ করা।

ধারা - ৭

এফিলিয়েটেড সংস্থা সমূহ ঃ

১। সকল জেলা এবং বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থাসমূহ।

২। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

৩। বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

৪। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।

৫। বাংলাদেশ রাইফেলস ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
৬। বাংলাদেশ পুলিশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
৭। বাংলাদেশ আনসার ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড।
৮। প্রতিটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড।
৯। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়।

৭.২ শিল্প সংস্থা/জেলাক্রীড়া সংস্থা/শিক্ষা বোর্ড/সরকারী ও বেসরকারী এবং স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্তৃপক্ষ যাহারা সরাসরি জাতীয় চ্যাম্পিয়ানশীপে অংশগ্রহণ করিবে অথবা একটি জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায়/টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করিবে তাহাদেরকেও ফেডারেশনে অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

৭.৩ এলিফেয়েটেড সংস্থাসমূহ নির্বাহী কমিটি নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ করিবে। কোন সংস্থা নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধে ব্যার্থ হইলে নির্বাহী কমিটি সে সম্পর্কিত বিষয়ে ব্যবস্থা নিবে।

ধারা - ৮

বাংলাদেশ রেসলিং ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদ ঃ

ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদ নিম্নবর্ণিত ভাবে গঠিত হইবে ঃ-

৮.১ প্রতি বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা থেকে একজন করে প্রতিনিধি।

৮.২ প্রতি জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে একজন করে প্রতিনিধি নিম্ননিধি নিম্নলিখিত শর্তপূরণ সাপেক্ষেঃ-

ক) নির্বাচন বছরের পূর্ববর্তী ৪ (চার) বছরের মধ্যে কমপক্ষে ২ (দুই) বছর জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিলে।

খ) জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ হিসাবে বিভাগীয়/জেলা প্রতিযোগিতায়, নির্বাচনী বছরের পূর্বে যে কোন একটিতে ২ (দুই বছর অংশগ্রহণ করিলে।

৮.৩ ক) ঢাকা মহানগরী ক্লাব কুস্তি প্রতিযোগিতায় ৪ (চার) বছরের মধ্যে কমপক্ষে ২ বৎসর অংশগ্রহণ সাপেক্ষে ক্লাব সমূহের ১ (এক) জন করে প্রতিনিধি।

খ) অন্যান্য মহানগরী ক্লাব রেসলিং লীগে অংশগ্রহণকারী ৮টি ক্লাবের মধ্যে ১ জন প্রতিনিধি এবং ১০ এর অধিক ক্লাব অংশগ্রহণ করলে ২ জন প্রতিনিধি এবং ২০ টির অধিক ক্লাব অংশগ্রহন করিলে ৩ জন প্রতিনিধি। তবে লীগ প্রতিযোগিতার এন্টি বা প্রতিযোগিতা মনিটরিং করিবার জন্য ফেডারেশন হইতে এক বা একাধীক প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবে।

৮.৪ প্রাক্তণ খেলোয়াড়/সংগঠক/রেসলিং ক্রীড়ায় আগ্রহী দানশীল ব্যক্তিবর্গ/শিল্পপতি/রেসলিং খেলায় জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার স্বীকৃতি প্রাপ্ত সংগঠকদের মধ্য হইতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত সর্বমোট ৫ (পাঁচ) জন প্রতিনিধি।

৮.৫ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া বোর্ডের একজন প্রতিনিধি।

৮.৬ সকল শিক্ষা বোর্ড হইতে ১ (এক) জন প্রতিনিধি।

৮.৭ জাতীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা হইতে একজন প্রতিনিধি।

৮.৮ নির্বাচনের অবব্যহিত পূর্বে কমিটির সর্বশেষ নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক সাধারণ পরিষদের সদস্য হইবেন।

৮.৯ বিশ্ব এবং এশিয়ান রেসলিং ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটিতে কার্যরত বাংলাদেশী প্রতিনিধি তাঁর কার্যকাল সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদের সদস্য হইবেন।

ধারা - ৯

সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও বার্ষিক সাধারণ সভাঃ

৯.১ দায়িত্ব ও ক্ষমতা ঃ

সাধারণ পরিষদ ৩ (তিন) ভাগের ২ ভাগ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সংবিধানের যে কোন ধারার সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বাতিল করিতে পারিবেন।

৯.২ সাধারণ পরিষদ নির্বাহী কমিটি কর্তৃক পেশকৃত বার্ষিক অডিট রিপোর্ট অনুমোদন করিবে। বিগত বৎসরের কর্মকান্ডের প্রতিবেদন সাধারণ পরিষদে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হইবে।

ধারা-১০

সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভাঃ

প্রতি বছর অন্তত জুলাই মাসের ১৫ (পনের) তারিখের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

১০.১ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভার একমাস পূর্বে সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করিতে হইবে।

১০.২ নির্বাহী কমিটি সাধারণ পরিষদে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা গঠনতন্ত্র মোতাবেক তৈরীর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা, সংস্থা এবং ক্লাব থেকে প্রতিনিধির নামের তালিকা সংগ্রহ ও প্রণয়ন (নাম ও পদবীসহ) বার্ষিক সাধারণ সভার একমাস পূর্বে সম্পন্ন করিবে।

১০.৩ সাধারণ পরিষদের বাৎসরিক সভার আলোচ্যসূচীঃ-

ক) গঠনতন্ত্র বিষয়ক আলোচনা।

খ) সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন উপস্থাপন।

গ) অডিটকৃত আয় ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন।

ঘ) প্রয়োজনীয় যে কোন বিষয় আলোচনা ও অনুমোদন (সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে)।

ঙ) নির্বাহী কমিটির নির্বাচন (নির্ধারিত বৎসর)

১০.৪ আলোচ্যসূচীর যে কোন সিদ্ধান্ত (গঠনতন্ত্র ব্যতীত) সর্বসম্মতিক্রমে বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে করিতে হইবে।

১০.৫ গঠনতন্ত্র বিষয়ের যে কোন সিদ্ধান্ত কমপক্ষে তিন ভাগের দুই ভাগ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে করিতে হইবে।

১০.৬ মোট সদস্যের তিন ভাগের এক ভাগ সদস্য উপস্থিত থাকিলে সভার কোরাম হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ধারা - ১১ নির্বাচন

১১.১ ফেডারেশনের নির্বাচনের জন্য একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে। নির্বাহী কমিটি নিয়ে অথবা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের গঠিত নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে নির্বাচন সম্পন্ন করিবেন।

১১.২ নির্বাচন কমিশন বিধিমালা, প্রনয়ন, তফসিল প্রদান, ভোটের তালিকা চুড়ান্ত করনসহ যাবতীয় কার্যাদি পালনপূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন করিবে।

১১.৩ এই নির্বাচন সম্পর্কে গঠনতন্ত্রের অন্যত্র নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে যাহা বর্ণিত থাকুক, নির্বাচন কমিশন প্রয়োজন বোধে ভোটারদের একটি নির্দিষ্ট স্থানে আহ্বানপূর্বক নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে পারিবে।

ধারা - ১২ ঃ নির্বাহী কমিটি

১২.১ বাংলাদেশ এ্যামেচার রেসলিং ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটির গঠন নিম্নরূপ হইবে ঃ

সভাপতি	ঃ	১জন
সহ-সভাপতি	ঃ	৪জন
সাধারণ সম্পাদক	ঃ	১ জন
যুগ্ম-সম্পাদক	ঃ	২ জন
কোষাধ্যক্ষ	ঃ	১ জন
সদস্য	ঃ	১৬ জন
	মোট ঃ	২৫ জন

১২.২ নির্বাহী কমিটির সভাপতি সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন এবং এক জন সদস্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত হইবেন। অবশিষ্ট সকল সদস্য নির্বাচিত হইবেন। এক জন প্রার্থী শুধু মাত্র একটি পদে নির্বাচন করিতে পারিবে।

১২.৩ নব নির্বাচিত নির্বাহী কমিটির কাছে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে দায়িত্বভার অর্পন না করিলে ১৬ (ষোল) তম দিন হইতে নব-নির্বাচিত কমিটি দায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১২.৪ সাধারণ পরিষদ কিংবা নির্বাহী কমিটির যে কোন সদস্যের ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র বিরোধী বা নীতি বহির্ভূত কাজের জন্য নির্বাহী পরিষদ তাঁহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে। তবে পরবর্তী সাধারণ পরিষদের সভায় উহা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

ধারা - ১৩

নির্বাহী পরিষদের মেয়াদ ঃ-

ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটির মেয়াদ হইবে ৪ (চার) বৎসর। নির্বাচিত নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হইতে এর মেয়াদকাল কার্যকরী হইবে।

ধারা - ১৪

নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ঃ-

ক) ফেডারেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বৎসরে কমপক্ষে ৬ (ছয়)টি নিয়মিত সভায় মিলিত হইবে।

খ) ফেডারেশন সকল সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করিবে।

গ) ফেডারেশনের দৈনন্দিন কার্য্যক্রম পরিচালনা করিবে।

ঘ) এফিলিয়েটড সকল সংস্থা ও সদস্যদের শৃঙ্খলা ভংগের বিধান করিবে এবং বিশেষ অবদানের জন্য পুরস্কার প্রদান করিবে।

ঙ) ফেডারেশনের কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন করিবে এবং কমিটি ও উপ-কমিটির সিদ্ধান্ত ও কার্য্যবলী সঠিক বাস্তবায়নের লক্ষ রাখিবেন।

চ) কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করিবে।

ছ) সর্বক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। তবে কোন এলিফিয়েটেড সংস্থা বা সদস্য কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে লিখিত প্রতিবাদ করিলে সাধারণ সম্পাদক পরবর্তী নির্বাহী সভায় উপস্থাপনের জন্য সেই প্রতিবাদ লিপি গ্রহণ করিবেন।

জ) প্রয়োজনে ঢাকার বাহিরে নির্বাহী পরিষদের সভার আয়োজন করা হইবে।

ধারা - ১৫

অর্থ বৎসর ঃ-

(ক) বাংলাদেশ রেসলিং ফেডারেশনের অর্থ বৎসর ধরা হইবে ১লা জুলাই হইতে পরবর্তী বৎসরের ৩০শে জুন পর্যন্ত।

(খ) এই বৎসরের ভিত্তিতেই ক্রীড়াপঞ্জী ও বাজেট এবং অন্যান্য কার্যক্রম সীমিত রাখিতে হইবে।

ধারা - ১৬

ফেডারেশনের তহবিল ঃ

ক) সরকার, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, জাতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন হইতে প্রাপ্ত অনুদান, বিদেশ হইতে প্রাপ্ত অনুদান, পৃষ্ঠপোষক, ব্যক্তি বা সংস্থা হইতে প্রাপ্ত চাঁদা/দান এবং রেসলিং বা বিজ্ঞাপন লব্দ হইতে প্রাপ্ত অর্থ এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার বাৎসরিক চাঁদা, প্রতিযোগিতার এন্ট্রি, এফিলিয়েশন ফি হইতে প্রাপ্ত অর্থ হইবে ফেডারেশনের তহবিলের উৎস।

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
পরিচালক (ক্রীড়া)

খ) ফেডারেশনের তহবিল ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত রাষ্ট্রয়ত্ব ব্যাংকে রক্ষিত থাকিবে।

গ) সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এই তিন জনের মধ্যে যে কোন দুইজনের যুগ্ম স্বাক্ষরে ফেডারেশনের ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে।

ঘ) ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটি নিজস্ব হিসাব পরিচলনার পদ্ধতি অনুমোদন করিতে হইবে।

ধারা - ১৭

কার্যক্রম পরিদর্শণ হিসাব পর্যবেক্ষণ ঃ

ক) প্রতি অর্থ বৎসর শেষে ১৫ দিনের মধ্যে সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভার পূর্বেই মনোনীত অডিটরের মাধ্যমে অডিট সম্পন্ন করিতে হইবে, যাহা সাধারণ পরিষধের সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হইবে।

খ) সাধারণ পরিসধ কর্তৃক অনুমোদিত আয়-ব্যয়ের অডিট রিপোর্ট চুড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে যা মন্ত্রণালয়/ক্রীড়া পরিষদে দাখিল করা হইবে।

ধারা - ১৮

উপ-কমিটি গঠনঃ-

ক) নির্বাহী কমিটি ফেডারেশনের কার্যাবলী, প্রতিযোগিতা, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপকমিটি এবং এজন্য বিধিমালা প্রণয়ন করিবে।

খ) সাব কমিটিতে সাধার সম্পাদক অথবা তার মনোনীত যুগ্ম-সম্পাদকের মধ্য হইতে পদাধিকার বলে যে কোন একজন সদস্য থাকিতে পারিবে।

গ) যে সব কমিটির কর্মকান্ডে কমিটির মাধ্যমে আয়-ব্যয়ের যোগ থাকিবে, পদাধিকার বলে কোষাধ্যক্ষও সদস্য থাকিতে পারিবে।

ধারা - ১৯

সভার বিজ্ঞপ্তি ঃ-

ক) সুনির্দিষ্টভাবে অন্ততঃ ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে সাধারণ পরিষদের সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করিতে হইবে।

খ) সুনির্দিষ্টভাবে কমপক্ষে ৭(সাত) দিন পূর্বে নির্বাহী কমিটির সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করিতে হইবে।

গ) সুনির্দিষ্টভাবে কমপক্ষে ৩(তিন) দিন পূর্বে কমিটি ও উপ-কমিটির সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করিতে হইবে।

ঘ) সাব-কমিটি ও উপ-কমিটির জরুরী সভা ১ (এক) দিন বা ২৪ ঘন্টা পূর্বে বিজ্ঞপ্তি জারী করা যাইবে।

ঙ) জরুরী সভায় কোরামের প্রয়োজন হইবে না এবং একটির বেশী আলোচ্যসূচী থাকিবে না।

ধারা - ২০

সভার কোরাম ঃ

ক) সাধারণ পরিষদ/নির্বাহী কমিটি ও উপ-কমিটির এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি সভা অনুষ্ঠানের কোরাম বলিয়া বিবেচিত হইবে।

খ) বর্ধিত সভা এবং মুলতবী সভার কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

ধারা - ২১

নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা ঃ

২১.১ **সভাপতি ঃ**

ক) তিনি সাধারণ পরিষদ/নির্বাহী পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

খ) কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পক্ষে বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়িলে তিনি নিজের অধিকার ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

গ) ফেডারেশনের সার্বিক পরিচালনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

২১.২ **সহ-সভাপতি ঃ**

ক) সভাপতির অনুপস্থিতিতে উপস্থিত যে কোন সহ-সভাপতি সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

খ) সভাপতি ও সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে সাধারণ পরিষদ বা নির্বাহী পরিষদ যে কোন সদস্যকে সভাপতি নির্বাচন করিয়া সভা পরিচালনা করিতে পারিবে।

২১.৩ সাধারণ সম্পাদক ঃ

ক) তিনি ফেডারেশনের দৈনন্দিন কার্য্যক্রম পরিচালনা করিবেন। তিনি ফেডারেশন এর কল্যাণ কাজে নিয়োজিত থাকিবেন এবং সভাপতির সহিত নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করিবেন।

খ) তিনি সভাপতির অনুমতি গ্রহণ করিয়া সাধারণ পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদের সভা আহবান করিবেন। তিনি সভার আলোচ্য বিষয় নথিভূক্ত করিবেন এবং পরবর্তী সভায় অনুমোদন করিবেন।

গ) তিনি স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সকল বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করিবেন এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে ফেডারেশন পরিচালনা করিবেন।

ঘ) তিনি ফেডারেশন কার্যক্রমের বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন এবং সাধারণ সভায় পেশ করিবেন।

ঙ) তিনি সভাপতি অথবা কোষাধ্যক্ষ -এর সংগে যুগ্ম দস্তখতে ব্যাংক কার্যক্রম পরিচলনা করিবেন।

চ) জরুরী খরচ মিটানোর জন্য তিনি ~~৫,০০০/-~~ (~~পাঁচ হাজার~~) টাকা মাত্র (ইমপ্রেষ্ট অর্থ) তাৎক্ষনিক প্রয়োজনে হাতে রাখিতে পারিবেন এবং খরচ শেষে সমন্বয় সাধন করিবেন।

ছ) তিনি বিভিন্ন কমিটি কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করিবেন এবং সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় উপদেশ/নির্দেশ জারী করিবেন।

জ) তিনি সরকারী অনুদান ছাড়াও প্রতিযোগিতা ভালভাবে অনুষ্ঠান করিবার জন্য পৃষ্ঠপোষক সংগ্রহ ও অর্থ যোগানের ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকিবেন।

২১.৪ **যুগ্ম-সম্পাদক ঃ**

সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম-সম্পাদক-১/২ তাঁহার অনুমোদিত কার্য্যাবলী অর্থাৎ সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন। যুগ্ম-সম্পাদক-২, সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ মোতাবেক প্রয়োজনীয় অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

২১.৫ কোষাধক্ষ ঃ

ক) তিনি ফেডারেশনের পক্ষে অর্থ সংগ্রহ ও গ্রহন করিবেন। সংগৃহীত অর্থ ঐ দিন বা পরবর্তী কার্যদিবসে ব্যাংক জমা দিবেন এবং ফেডারেশনের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করিবেন।

খ) অডিটর কর্তৃক নির্ধারিত হিসাব এবং বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের তালিকা তিনি সাধারণ সভায় পেশ করিবেন।

গ) তিনি ফেডারেশনের তহবিলের দায়িত্ব পালন করিবেন।

ঘ) তিনি ফেডারেশনের ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনায় অন্যতম যুগ্ম-স্বাক্ষরকরীর দায়িত্ব পালন করিবেন।

ঙ) কমিটিগুলোর কার্য্য সম্পাদনে অর্থের সংযোগ থাকিলে পদাধিকার বলে কমিটির সদস্য থাকিবেন।

ধারা - ২২

এফিলিয়েটেড সদস্য বিষয়ক নীতমিালা ঃ

ক) বাংলাদেশ রেসলিং ফেডারেশনের এফিলিয়েটেড সকল সদস্য সংস্থা গণতান্ত্রিক ধারায় নির্বাচিত হইবে এবং নিজস্ব এলাকায় সকল রেসলিং কর্মকান্ড পরিচালনা বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণ করিবে।

খ) এফিলিয়েটেড সংস্থার বিধি, উপ-বিধি বা কোন ধারা বাংলাদেশ রেসলিং ফেডারেশনের বিধিমালা বা নীতি পরিপন্থী হইবে না।

গ) এফিলিয়েটেড সংস্থা/ক্লাব বৎসরান্তে স্বীয় এলাকার রেসলিং কর্মকান্ডের প্রতিবেদন বাংলাদেশ রেসলিং ফেডারেশনে প্রেরণ করিবে।

ঘ) বাংলাদেশ রেসলিং ফেডারেশন ও এফিলিয়েটেড সদস্য সংস্থার মধ্যে বিধিগত বা নীতিগত কোন বিরোধ দেখা দিলে সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সেলিং ফেডারেশনের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে বিষয়টির গুরুত্ব-সাপেক্ষে সংবিধানের ধারা ৩০ (খ) প্রযোজ্য হইতে পারে।

ঙ) সকল এফিলিয়েটেড সংস্থা ফেডারেশনের বাৎসরিক কর্মকান্ডের সাথে সমন্বয় সাধন করিয়া নিজস্ব ক্রীড়াপঞ্জী প্রনয়ন করিবে।

ধারা - ২৩

বিশেষ সভা ও তলবী সভা ঃ

ক) সাধারণ পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের আবেদনের প্রেক্ষিতে ফেডারেশন সভাপতি যে কোন সময় ন্যুতমপক্ষে ৭ (সাত) দিনের নোটিশে বিশেষ তলবী সভা আহবান করিতে পারিবেন।

খ) সাধারণ পরিষদ বা নির্বাহী কমিটির কোন সভ যদি কোরামে অভাবে অনুষ্ঠিত না হইতে পারে তবে মূল তারিখ ও সময়ের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

ধারা-২৪

ক্রীড়াপঞ্জী ঃ

ক) বাংলাদেশ রেসলিং ফেডারেশন প্রতিবছর মৌসুম শুরুতে তাহার কর্মকান্ড এবং অন্য কোন এফিলিয়েটেড সংস্থার সংযুক্তি প্রাপ্ত প্রতিযোগিতার একটি তালিকা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অবহিত করিবে।

খ) কোন এফিলিয়েটেড সংস্থা ফেডারেশনের এ ফিলিয়েটেড কোন টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠানের জন্য ফেডারেশনের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কোন তহবিল সংগ্রহ করিতে পারিবে না।

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
পরিচালক (ক্রীড়া), বাংলাদেশ ক্রীড়া পরিষদ
ও
সদস্য সচিব

ধারা-২৫

বিদেশী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ও বিদেশী দলকে আমন্ত্রণ ঃ

ক) ফেডারেশনের অধিভুক্ত কোন সদস্য সংস্থা নিজস্ব প্রচষ্টায় বিদেশে রেসলিং দল প্রেরণ করিবার পূর্বে ফেডারেশনের অনুমতি গ্রহণ করিবে।

খ) বাংলাদেশ রেসলিং ফেডারেশনের এফিলিয়েটেড কোন সংস্থা নিজ প্রচেষ্টায় কোন বিদেশী সংস্থাকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানাতে আগ্রহী হইলে পূর্বেই ফেডারেশনের অনুমতি গ্রহন করিতে হইবে।

ধারা - ২৬

প্রতিযোগিতার বিধি ও উপবিধি ঃ

ক) ফেডারেশন আয়োজিত ও পরিচালিত সকল প্রতিযোগিতায় ভিন্ন বিধি ও উপ-বিধি থাকিবে এবং সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতা পরিচালিত হইবে।

খ) ফেডারেশন এফিলিয়েটেড কোন সংস্থা কোন উম্মুক্ত বা আমন্ত্রণমূরক প্রতিযোগিতার আয়েঅজন করিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতার পূর্ণাংগ বিধি ও উপ-বিধি প্রণয়ন এবং ফেডারেশনের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবে।

ধারা - ২৭

গঠন তন্ত্রের ব্যাখ্যা ঃ

ক) এই গঠনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়নি এমন কোন বিষয় এবং গঠনতন্ত্রের যে কোন ধার বা উপ-ধারা সম্পর্কে ফেডারেশন কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা চুড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং উহা মেনে চলা সংশ্লিষ্ট সকলের উপর বাধ্যতামুলক হইবে।

খ) গঠনতন্ত্রের কোন বিধি, উপ-বিধির তৎসংক্রান্ত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে কোন আদলতে আশ্রয় গ্রহণ করা যাইবে না। অবশ্য, গঠনতন্ত্রের বিধি, উপ-বিধির অথবা তৎসংক্রান্ত ব্যাখ্যার আলোকে কোন আইনানুগ জটিলতা দেখা দিলে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে জটিলতার সমাধান করা যাইতে পারে।

ধারা-২৮

সাধারণ সভা ও আলোচ্যসূচী ঃ

প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে অথবা ফেডারেশন এর নির্বাহী কমিটি কর্তৃক স্থিরকৃত অন্য কোন তারিখে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৫৬ - ৭৩)

আলোচ্যসূচী ঃ

১। গঠনতন্ত্র অনুমোদন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করণ।
২। নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠান (সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক)।
৩। সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন উপস্থাপন।
৪। বাৎসরিক আয়-ব্যায়ের হিসাব উপস্থাপন।
৫। প্রয়োজনে অন্য কোন আলোচ্যসূচী অন্তর্ভূক্ত করণ।
৬। সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ এর জন্য জেলা বা সংস্থা সমূহ থেকে আগত প্রতিনিধি ঢাকায় থাকিবার ব্যবস্থা করণ। প্রতিনিধিদের সম্মানী ভাতা কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হারে প্রদান।

ধারা-২৯

মধ্যস্থতাকারী ঃ

ফেডারেশন-এর সকল নিবন্ধিকৃত সংস্থা/খেলোয়াড়/কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোন বিতর্কিত বিষয়ে আদালতের শরণাপন্ন না হইয়া উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সমঝোতার বা গ্রহণযোগ্য মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে মীমাংসা করিতে হইবে। তৃতীয় কোন মধ্যস্থকারী মনোনয়ন করা যাইতে পারে। মধ্যস্থতাকারীর সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং কোন পক্ষই গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন উথাপন করিতে পারিবে না।

ধারা - ৩০

আপীল কর্তৃপক্ষ ঃ

ক) ফেডারেশন কর্তৃক আরোপিত দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বা দলগতভাবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে লিখিতভাবে আপীল করা যাইবে এবং উক্ত আপীল পর্যালোচনাক্রমে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রহীত সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

খ) দন্ডাদেশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কোন আপীল পাওয়া না গেলে উহা বিবেচনায় আনা হইবেনা।

গ) খেলা চলাকালীন সময়ে আম্পায়ার/রেফারী প্রদত্ত কোন দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে ক্রীড়া পরিষদে বা কোন মন্ত্রণালয়ে অথবা আদালতে কোন আপীল করা যাইবে না। কিন্তু ফেডারেশনে আপিল করা যাইবে।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

মৌজন্যে ঃ মাসুদ আজার মোবারকী
সদস্য
বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স রেফারিং ফেডারেশন
৪ঠা মে - ২০০১.